বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বন্দে মাতরম্’-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতীয় স্তরের আলোচনা সভা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর দর্শন:
ইতিহাস, সাহিত্য ও জাতীয়তাবাদের আলোকে ‘বন্দে মাতরম্’-এর পুনর্পাঠ এবং আধুনিক ভারতের নির্মাণ

০৭/১০/২০২৬-০৮/১০/২০২৬ (বুধবার-বৃহস্পতিবার)

আয়োজক

ইতিহাস বিভাগ

টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়

মল্লারপুর, বীরভূম-৭৩১২১৬

(বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ এবং ন্যাকমূল্যায়িত ‘বি’ গ্রেড কলেজ)

সহযোগিতায়

অভ্যন্তরীণ গুণমান নিশ্চয়তা কেন্দ্র (Internal Quality Assurance Cell)

টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়

ভূমিকা

উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিকতার আবির্ভাব ছিল একটি জটিল ও বহুমাত্রিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। পাশ্চাত্য শিক্ষা, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, মুদ্রণসংস্কৃতির বিস্তার, নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান এবং ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে নতুন বৌদ্ধিক পরিসর তৈরি হয়েছিল, তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্মাতা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের পাশাপাশি ইতিহাস, ধর্ম, নৈতিকতা, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা উনিশ শতকের ভারতীয় বৌদ্ধিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আধুনিক দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে এমন খুব কম সাহিত্যকর্মই রয়েছে, যা সাহিত্যের সীমানা অতিক্রম করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *আনন্দমঠ*-এর মতো এত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। আরও বিস্ময়কর হলো 'বন্দে মাতরম্'-এর যাত্রাপথ—উনিশ শতকের একটি বাংলা সাহিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত একটি গান থেকে তা ক্রমে ঔপনিবেশিক-বিরোধী জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক ভাষায় প্রবেশ করেছে এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয় চেতনার অন্যতম স্থায়ী প্রতীকে পরিণত হয়েছে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র, *আনন্দমঠ* এবং 'বন্দে মাতরম্'-এর ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে কেবল সাহিত্যিক পাঠের মাধ্যমে যথাযথভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বে এই রচনাগুলির অর্থ ও তাৎপর্য বারবার নির্মিত, বিতর্কিত, পুনর্ব্যাখ্যাত এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ঔপনিবেশিক আধুনিকতা, জাতীয়তাবাদ, ধর্ম, রাজনৈতিক কল্পনা, ভাষা, লিঙ্গ, সাংস্কৃতিক স্মৃতি, পরিচয়, ধর্মনিরপেক্ষতা, নাগরিকত্ব এবং সাহিত্য ও রাজনৈতিক কর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক-এর মতো মৌলিক প্রশ্ন।

এই সেমিনারের মূল লক্ষ্য হল "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর দর্শন"-কে একটি আন্তঃবিষয়ক গবেষণার পরিসরে পুনর্বিবেচনা করা এবং তাঁর সাহিত্য, ইতিহাসচেতনা, ধর্মদর্শন, জাতীয়তাবাদী ভাবনা ও রাজনৈতিক কল্পনার সঙ্গে আধুনিক ভারতের নির্মাণের সম্পর্ক অনুসন্ধান করা। বিশেষত 'বন্দে মাতরম্'-কে কেন্দ্র করে উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ, তার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য, রাজনৈতিক ব্যবহার এবং পরবর্তী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উপর তার প্রভাবকে নতুন ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হবে। প্রস্তাবিত এই সেমিনারে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *আনন্দমঠ* এবং 'বন্দে মাতরম্'-কে বিচ্ছিন্ন সাহিত্যিক বিষয় হিসেবে নয়, বরং পরস্পর-সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ঘটনা ও প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্লেষণ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। কীভাবে একটি সাহিত্যিক কল্পনা রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হয়ে উঠল, কীভাবে একটি সাংস্কৃতিক প্রতীক বিভিন্ন অর্থ অর্জন করল এবং কীভাবে সেই অর্থগুলি উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়েছে—সেমিনারে তার অনুসন্ধান করা হবে। বিশেষত, এই সেমিনার সাহিত্য বনাম ইতিহাস, জাতীয়তাবাদ বনাম ধর্ম, অথবা ঔপনিবেশিকতা বনাম প্রতিরোধ—এই ধরনের সরল দ্বৈত বিভাজনের বাইরে গিয়ে পাঠ, প্রতীক ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্মাণের জটিল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াগুলি বিশ্লেষণে গবেষকদের উৎসাহিত করবে।

বঙ্কিমচন্দ্র: নবরূপে ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

বঙ্কিমচন্দ্রকে শুধুমাত্র ঔপন্যাসিক হিসেবে দেখলে তাঁর বৌদ্ধিক প্রকল্পের ব্যাপ্তি অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তাঁর উপন্যাস, প্রবন্ধ, সাময়িকপত্র সম্পাদনা এবং ধর্ম-দর্শনমূলক রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি ঔপনিবেশিক আধিপত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সমাজ ও জাতির আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। তাঁর চিন্তায় ইতিহাস, ধর্ম, নৈতিকতা, সমাজসংস্কার, শিক্ষা, রাষ্ট্র ও জাতীয় চেতনা পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঊনবিংশ শতকের ভারতীয় বৌদ্ধিক ইতিহাসের একজন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তক হিসেবেও পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। উনিশ শতকের বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক অনন্য স্থান অধিকার করেছিলেন। গভীর সামাজিক ও বৌদ্ধিক পরিবর্তনের এক যুগে তাঁর সাহিত্যচর্চার সূচনা ও বিকাশ ঘটে। ঔপনিবেশিক শিক্ষা, মুদ্রণ সংস্কৃতি, সামাজিক সংস্কার, ঐতিহাসিক চেতনা এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্পর্কিত বিতর্কের মধ্য দিয়ে যে নতুন বাংলা জনপরিসরের উদ্ভব ঘটেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্মাতা ও অংশগ্রহণকারী ছিলেন। *আনন্দমঠ* প্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি অষ্টাদশ শতকের বাংলার সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের ঐতিহাসিক

পটভূমিকে একটি কাল্পনিক আখ্যানের সঙ্গে যুক্ত করে। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক স্মৃতিকে সাহিত্যিক কল্পনায় রূপান্তরিত করে মাতৃভূমিকে একটি পবিত্র ও রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করেন। উপন্যাসে সংযুক্ত বিখ্যাত গান ‘বন্দে মাতরম্’ পরবর্তীকালে *আনন্দমঠ*-এর সীমানা অতিক্রম করে স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক জীবন লাভ করে। বিশেষত ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশি আন্দোলনের সময় এটি ঔপনিবেশিক-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্লোগান ও গানে পরিণত হয়। তবে পরবর্তী সময়ে এর প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস ধর্ম, প্রতিনিধিত্ব, জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় প্রতীকের অর্থ নিয়ে নানা বিতর্কের জন্ম দেয়। অতএব ইতিহাসবিদদের কাছে *আনন্দমঠ* কেবল অতীতকে নিয়ে রচিত একটি উপন্যাস নয়। এটি নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উৎস, যা উনিশ শতকের ভারতীয়রা কীভাবে জাতিকে কল্পনা করেছিলেন, কীভাবে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং কীভাবে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক নির্ধারণ করেছিলেন—তার মূল্যবান পরিচয় বহন করে।

‘বন্দে মাতরম্’: গান, সাহিত্য না জাতীয় প্রতীক?

‘বন্দে মাতরম্’ ভারতীয় ইতিহাসে একটি অনন্য সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতীক। *আনন্দমঠ*-এর সাহিত্যিক পরিসর থেকে বেরিয়ে গানটি কীভাবে বৃহত্তর জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ভাষা হয়ে উঠল—এই রূপান্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্র। সেমিনারে তাই অনুসন্ধান করা হবে—

- ‘বন্দে মাতরম্’-এর রচনাকাল ও ঐতিহাসিক পটভূমি;
- *আনন্দমঠ*-এ গানটির সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য;
- মাতৃভূমির ধারণার নির্মাণ;
- ঔপনিবেশিক বিরোধী জাতীয়তাবাদে গানটির ভূমিকা;
- স্বদেশি আন্দোলনে ‘বন্দে মাতরম্’-এর রাজনৈতিক ব্যবহার;
- গানটির বিভিন্ন পাঠ, ব্যাখ্যা ও পুনর্ব্যাখ্যা;
- জাতীয় প্রতীক হিসেবে এর বিবর্তন;
- ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের পারস্পরিক সম্পর্ক;
- স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এর অবস্থান।

আনন্দমঠ এবং জাতীয়তাবাদী কল্পনার নির্মাণ

আনন্দমঠ নিছক একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়; এটি উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজে জাতি, মাতৃভূমি, ধর্ম ও রাজনৈতিক মুক্তির ধারণার আন্তঃসম্পর্ক বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য। উপন্যাসে ইতিহাসের ব্যবহার, সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পুনর্নির্মাণ, মাতৃভূমির প্রতীকায়ন এবং জাতীয় কর্তব্যের ধারণা কীভাবে পরবর্তী জাতীয়তাবাদী কল্পনাকে প্রভাবিত করেছিল—তা এই আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। একই সঙ্গে *আনন্দমঠ*-এর পাঠকে সরল জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যার বাইরে নিয়ে গিয়ে ঔপনিবেশিকতা, ধর্মীয় পরিচয়, ক্ষমতা, লিঙ্গ, শ্রেণি ও সাংস্কৃতিক রাজনীতির আলোকে পুনর্বিবেচনার সুযোগ রয়েছে।

ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ও বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক রচনায় অতীতের ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি ইতিহাসকে কেবল অতীতের বিবরণ হিসেবে দেখেননি; বরং অতীতের মধ্য দিয়ে বর্তমান সমাজ ও জাতির আত্মপরিচয় নির্মাণের চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রেক্ষিতে সেমিনারে আলোচিত হতে পারে—ঐতিহাসিক স্মৃতি, অতীতের পুনর্নির্মাণ, ইতিহাস ও কল্পকাহিনির সম্পর্ক, ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চার বিকল্প বয়ান এবং জাতীয় ইতিহাসের নির্মাণে সাহিত্যিক কল্পনার ভূমিকা।

আধুনিক ভারতের নির্মাণে বঙ্কিমচন্দ্র

আধুনিক ভারত কোনো একক রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রক্রিয়ার ফল নয়। ঔপনিবেশিক শাসন, সামাজিক পরিবর্তন, আধুনিক শিক্ষা, মুদ্রণসংস্কৃতি, ধর্মীয় পুনর্বিবেচনা এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশের মধ্য দিয়ে আধুনিক ভারতীয় পরিচয়ের নির্মাণ ঘটেছিল। এই বৃহত্তর প্রক্রিয়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানকে বিচার করার সময় তাঁর চিন্তার সমকালীনতা ও সীমাবদ্ধতা—উভয়কেই বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। তাঁর জাতীয়তাবাদ কীভাবে পরবর্তী রাজনৈতিক চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল, তাঁর ধর্ম ও সমাজভাবনা কীভাবে আধুনিক ভারতীয় পরিচয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাঁর রচনাগুলি কীভাবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নতুন অর্থ লাভ করেছে—এসব প্রশ্ন এই সেমিনারের কেন্দ্রে থাকবে।

আন্তঃবিষয়ক গবেষণার পরিসর

যদিও সেমিনারটি ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে আয়োজিত হবে, এর বিষয়বস্তু স্বভাবতই আন্তঃবিষয়ক। ফলে ইতিহাসের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সংস্কৃতিবিদ্যা, রাজনৈতিক তত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জেন্ডার স্টাডিজ, মিডিয়া স্টাডিজ এবং ভারতবিদ্যা-র গবেষক ও শিক্ষকরা তাঁদের গবেষণাপত্র উপস্থাপন করতে পারবেন। এই আন্তঃবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্কিমচন্দ্রকে কেবল একজন সাহিত্যিক বা জাতীয়তাবাদী লেখক হিসেবে নয়, বরং আধুনিক ভারতীয় বৌদ্ধিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণস্থল হিসেবে বিবেচনার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

বিষয়ের উপ-বিভাগ সমূহ

১. বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন, সময় ও বৌদ্ধিক জগৎ

- ঔপনিবেশিক বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি
- বঙ্কিমচন্দ্রের বৌদ্ধিক বিকাশ
- পাশ্চাত্য চিন্তা ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সংলাপ
- বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শন ও আধুনিকতা

২. বঙ্কিমচন্দ্র ও ইতিহাসচেতনা

- ইতিহাসের ধারণা ও বঙ্কিমচন্দ্র
- সাহিত্য ও ইতিহাসের সম্পর্ক
- ঐতিহাসিক উপন্যাস ও জাতীয় চেতনা
- অতীতের পুনর্নির্মাণ ও জাতীয় পরিচয়

৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং উনিশ শতকের বাংলা

- ঔপনিবেশিক বাংলা এবং আধুনিক বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজের উত্থান
- ঔপনিবেশিক শিক্ষা, ভদ্রলোক সমাজ এবং নতুন জনপরিসরের উদ্ভব
- বঙ্কিমচন্দ্র এবং বাংলা নবজাগরণ-বিতর্ক
- সাহিত্য, সামাজিক সংস্কার এবং ঐতিহাসিক চেতনা
- ঔপন্যাসিক, বুদ্ধিজীবী ও জনচিন্তক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র

৪. *আনন্দমঠ*: পাঠ, প্রেক্ষিত এবং ঐতিহাসিক কল্পনা

- সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের ঐতিহাসিক পটভূমি
- *আনন্দমঠ*-এ ইতিহাস ও কল্পনার সম্পর্ক
- সাহিত্যিক কল্পনায় ঔপনিবেশিক বাংলা
- ঐতিহাসিক স্মৃতির রাজনীতি
- সামাজিক ও বৌদ্ধিক ইতিহাসের উৎস হিসেবে উপন্যাস

৫. 'বন্দে মাতরম্': পাঠ, প্রতীক ও রাজনীতি

- 'বন্দে মাতরম্'-এর রচনাপটভূমি
- সাহিত্যিক গান থেকে জাতীয় প্রতীকে উত্তরণ
- স্বদেশি আন্দোলন ও 'বন্দে মাতরম্'
- গানটির বিভিন্ন ঐতিহাসিক পাঠ
- 'বন্দে মাতরম্' ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

৬. সাহিত্য থেকে রাজনৈতিক প্রতীকে উত্তরণ

- 'বন্দে মাতরম্' এবং ঔপনিবেশিক-বিরোধী জাতীয়তাবাদের উত্থান
- ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন
- জনসভা, মিছিল এবং রাজনৈতিক গণসংগঠন
- বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ ও 'বন্দে মাতরম্'
- মুদ্রণ সংস্কৃতি এবং জাতীয়তাবাদী প্রতীকের বিস্তার

৭. বঙ্কিমচন্দ্র ও জাতীয়তাবাদের দর্শন

- জাতি ও জাতীয়তার ধারণা
- দেশপ্রেম ও জাতীয় কর্তব্য
- ধর্ম ও জাতীয়তাবাদ
- বঙ্কিমচন্দ্র ও ঔপনিবেশিক বিরোধিতা
- ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বৌদ্ধিক ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র

৮. বঙ্কিমচন্দ্র ও সমাজচিন্তা

- সমাজসংস্কার ও সামাজিক নৈতিকতা
- নারী, পরিবার ও সমাজ
- জাতপাত ও সামাজিক কাঠামো
- শিক্ষা ও আধুনিকতা
- ধর্ম ও সামাজিক পুনর্গঠন

৯. বঙ্কিমচন্দ্র এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নির্মাণ

- সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ
- বঙ্কিমচন্দ্র এবং জাতির ধারণা
- জাতি, সভ্যতা ও ঐতিহাসিক চেতনা
- আঞ্চলিক পরিচয় এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উত্থান
- বাংলা এবং বৃহত্তর ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কল্পনা

১০. 'বন্দে মাতরম্' এবং স্বাধীনতা আন্দোলন

- ঔপনিবেশিক-বিরোধী আন্দোলনে গানটির ভূমিকা
- স্বদেশি রাজনীতিতে এর ব্যবহার
- বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ ও আত্মত্যাগের আদর্শ
- ঔপনিবেশিক নজরদারি ও রাজনৈতিক প্রতীক
- জাতীয়তাবাদী জনসংস্কৃতিতে 'বন্দে মাতরম্'

১১. বঙ্গভঙ্গ এবং প্রতীকের রাজনীতি

- ১৯০৫ এবং 'বন্দে মাতরম্'-এর অর্থের রূপান্তর
- বয়কট, স্বদেশি ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ
- গান, স্লোগান ও রাজনৈতিক গণসংগঠন
- হিন্দু-মুসলমান রাজনৈতিক সম্পর্ক
- জাতীয়তাবাদী প্রতীকের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অর্থ

১২. *আনন্দমঠ* এবং জাতীয়তাবাদের ইতিহাসচর্চা

- বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে ঔপনিবেশিক ব্যাখ্যা
- জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা
- মার্কসবাদী ও নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার দৃষ্টিভঙ্গি
- উত্তর-ঔপনিবেশিক ব্যাখ্যা
- সমকালীন ইতিহাসচর্চায় বিতর্ক

১৩. মুদ্রণ সংস্কৃতি, দেশীয় ভাষার জনপরিসর এবং রাজনৈতিক যোগাযোগ

- বাংলা মুদ্রণ সংস্কৃতির বিকাশ
- সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র ও সাহিত্যিক পরিমণ্ডল
- দেশীয় ভাষা এবং রাজনৈতিক গণসংগঠন
- পাঠকসমাজ ও চিন্তার বিস্তার
- *বঙ্গদর্শন* ও আধুনিক জনপরিসর

১৪. অনুবাদ, গ্রহণ এবং আন্তঃআঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিস্তার

- *আনন্দমঠ*-এর ইংরেজি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ
- অনুবাদ এবং অর্থের রূপান্তর
- বাংলার বাইরে ‘বন্দে মাতরম্’-এর বিস্তার
- বঙ্কিমচন্দ্রের আঞ্চলিক গ্রহণ
- ঔপনিবেশিক ও বৈশ্বিক পরিসরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের বিস্তার

১৫. স্মৃতি, ঐতিহ্য এবং সমকালীন ভারত

- জনস্মৃতিতে বঙ্কিমচন্দ্র
- জাদুঘর, স্মারক এবং স্মরণ-অনুষ্ঠান
- সমকালীন জনসংস্কৃতিতে ‘বন্দে মাতরম্’
- ঐতিহ্যের রাজনীতি ও ঐতিহাসিক স্মৃতি
- উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

১৬. ডিজিটাল মানববিদ্যা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের নতুন পাঠ

- বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার ডিজিটাল সংরক্ষণ
- ডিজিটাল সংগ্রহশালা ও পাঠভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার
- ‘বন্দে মাতরম্’-এর বিস্তারের মানচিত্র নির্মাণ
- সাহিত্য-ইতিহাসে গণনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ
- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, জনস্মৃতি এবং সমকালীন বঙ্কিমচর্চা

১৭. বঙ্কিমচন্দ্র: সমকালীন পুনর্পাঠ

- একবিংশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাসঙ্গিকতা
- ধর্মনিরপেক্ষতা, বহুত্ববাদ ও জাতীয়তাবাদ
- পরিচয় রাজনীতি ও বঙ্কিমচন্দ্র
- নতুন ইতিহাসচর্চায় *আনন্দমঠ* ও ‘বন্দে মাতরম্’
- স্মৃতি, উত্তরাধিকার ও সাংস্কৃতিক রাজনীতি

১৮. আধুনিক ভারতের নির্মাণ

- জাতীয়তাবাদ ও আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা
- সাহিত্য ও জাতি-নির্মাণ
- সাংস্কৃতিক প্রতীক ও জাতীয় পরিচয়
- ঔপনিবেশিকতা, আধুনিকতা ও ভারতীয় আত্মপরিচয়
- বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকার ও সমকালীন ভারত

- ✓ **উপরিউক্ত উপ-বিভাগগুলি ছাড়াও আলোচনা সভার মূল বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক যে কোন বিষয়ে গবেষণা পত্র উপস্থাপন করা যাবে।**

আন্তঃবিষয়ক পরিসর

যদিও এই সেমিনারের মূল ভিত্তি ইতিহাস, তবুও এটি সামাজিক বিজ্ঞান ও মানবিকবিদ্যার বিভিন্ন শাখার গবেষকদের অংশগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। ইতিহাস, বাংলা ও অন্যান্য সাহিত্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, লিঙ্গ-অধ্যয়ন, সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন, গণমাধ্যম ও যোগাযোগ, প্রত্নতত্ত্ব, সংগীত, শিক্ষা, আইন, রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাস এবং ডিজিটাল মানববিদ্যার গবেষকরা তাঁদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, *আনন্দমঠ* ও 'বন্দে মাতরম্'-এর বিভিন্ন মাত্রা বিশ্লেষণ করতে পারবেন। এই আন্তঃবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি একই সঙ্গে সাহিত্যিক পাঠ, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক মতাদর্শ, সামাজিক রূপান্তর এবং সাংস্কৃতিক স্মৃতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবনের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

সেমিনারের লক্ষ্য

প্রস্তাবিত জাতীয় স্তরের আন্তঃবিষয়ক সেমিনারের প্রধান লক্ষ্য হল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাসচেতনা ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাকে আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্মাণের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে পুনর্বিবেচনা করা। এই সেমিনারের বিশেষ লক্ষ্যসমূহ হল—

1. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন, সাহিত্য, দর্শন ও চিন্তাভাবনাকে উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা।
2. *আনন্দমঠ*-এর ঐতিহাসিক পটভূমি, সাহিত্যিক নির্মাণ এবং রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে সমালোচনামূলক আলোচনা করা।
3. 'বন্দে মাতরম্'-এর উৎপত্তি, পাঠ, সুর, প্রচার, গ্রহণ এবং রাজনৈতিক রূপান্তরের ইতিহাস অনুসন্ধান করা।
4. সাহিত্য কীভাবে ঐতিহাসিক চেতনা, জাতীয়তাবাদী অনুভূতি এবং রাজনৈতিক কল্পনা নির্মাণে ভূমিকা পালন করে, তা বিশ্লেষণ করা।
5. বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫), স্বদেশি আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে 'বন্দে মাতরম্'-এর ভূমিকা পুনর্মূল্যায়ন করা।
6. জাতীয়তাবাদ, ধর্ম, সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ধর্মনিরপেক্ষতার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে ঐতিহাসিক ও সমকালীন বিতর্ককে একাডেমিক পরিসরে আলোচনা করা।
7. মাতৃভূমি, ভারতমাতা, লিঙ্গ, আত্মত্যাগ ও জাতীয়তাবাদী প্রতীকের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা।
8. ইতিহাস, সাহিত্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, লিঙ্গ-অধ্যয়ন ও ডিজিটাল মানববিদ্যার মধ্যে আন্তঃবিষয়ক গবেষণার সুযোগ ও সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা।
9. *আনন্দমঠ* ও 'বন্দে মাতরম্'-কে ঘিরে প্রচলিত সরলীকৃত ব্যাখ্যার পরিবর্তে বহুমাত্রিক, প্রমাণভিত্তিক ও সমালোচনামূলক ইতিহাসচর্চাকে উৎসাহিত করা।
10. বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা ও চিন্তার সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা, জনস্মৃতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং আধুনিক ভারতীয় রাজনৈতিক কল্পনায় তার প্রভাব পুনর্বিবেচনা করা।
11. তরুণ গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাথমিক উৎস, সাহিত্যিক পাঠ, ঐতিহাসিক পদ্ধতি এবং আন্তঃবিষয়ক গবেষণার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা।
12. বঙ্কিমচন্দ্র, *আনন্দমঠ* ও 'বন্দে মাতরম্' নিয়ে নতুন গবেষণার সম্ভাব্য ক্ষেত্র, পদ্ধতি ও গবেষণা-প্রশ্ন চিহ্নিত করা।

প্রত্যাশিত ফলাফল

প্রস্তাবিত সেমিনারের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ফলাফল প্রত্যাশা করা হচ্ছে—

1. বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শন ও চিন্তার একটি নতুন গবেষণামূলক মূল্যায়ন সম্ভব হবে;
2. ‘বন্দে মাতরম্’ ও *আনন্দমঠ*-এর ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য নতুনভাবে আলোচিত হবে;
3. ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভূমিকা স্পষ্ট হবে;
4. ঔপনিবেশিক ভারতের বৌদ্ধিক ইতিহাসের নতুন গবেষণাক্ষেত্র উন্মোচিত হবে;
5. বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আন্তঃবিষয়ক সংলাপ গড়ে উঠবে;
6. ইতিহাস, সাহিত্য, জাতীয়তাবাদ ও আধুনিক ভারতের নির্মাণ—এই চারটি বৃহৎ পরিসরকে একটি অভিন্ন গবেষণা-ফ্রেমে নিয়ে আসা সম্ভব হবে।

উপসংহার

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে পুনরায় পাঠ করার প্রয়োজন আজও শেষ হয়ে যায়নি। বরং পরিবর্তিত ভারতীয় সমাজ, নতুন জাতীয়তাবাদী বিতর্ক, পরিচয়-রাজনীতি এবং ইতিহাসচর্চার নতুন পদ্ধতির প্রেক্ষিতে তাঁর রচনা ও দর্শন নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করানো জরুরি। ‘বন্দে মাতরম্’ ও *আনন্দমঠ* তাই শুধু অতীতের সাংস্কৃতিক নিদর্শন নয়; এগুলি ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, স্মৃতি, পরিচয় ও আধুনিকতার দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত জীবন্ত গবেষণার ক্ষেত্র। এই সেমিনার সেই পুনর্পাঠের একটি মুক্ত, সমালোচনামূলক ও আন্তঃবিষয়ক মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে—যেখানে বঙ্কিমচন্দ্রকে শুধু “জাতীয়তাবাদের জনক” বা “ঔপন্যাসিক” হিসেবে নয়, বরং আধুনিক ভারতীয় চিন্তার জটিল নির্মাণ-প্রক্রিয়ার একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারী হিসেবে নতুনভাবে অনুধাবন করা হবে।

গবেষণাপত্র উপস্থাপন

- সেমিনারটি হাইব্রিড মোডে অনুষ্ঠিত হবে (অনলাইন এবং অফলাইন উভয়েই)।
- যদি কোন অধ্যাপক এবং গবেষক সশরীরে সেমিনারে উপস্থিত হতে না পারেন তাহলে তিনি অনলাইনে তাঁর প্রেরিত প্রবন্ধ পাঠ করতে পারবেন।
- অনলাইনে যারা প্রবন্ধ পাঠ করবেন তাদের ই-সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।
- সেমিনারে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক অধ্যাপক, গবেষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নীচে দেওয়া গুগল ফর্মটি পূরণ করতে হবে- https://forms.gle/gLCe4stBdtLhJwwG9

- **সংক্ষিপ্তসার ও মূল প্রবন্ধ প্রেরণের তারিখ:** ০৪/১০/২০২৬ ও ১৫/১০/২০২৬
- **সংক্ষিপ্তসার ও মূল প্রবন্ধ প্রেরণের ঠিকানা:** sumanthlhhistory@gmail.com
- **যোগাযোগ:** শুধু মাত্র প্রবন্ধ প্রেরণ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য৯১২৬১১৫১৫৯-এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করা যেতে পারে।
- **প্রবন্ধ প্রেরণ সংক্রান্ত তথ্যসমূহ**

অপ্রকাশিত ও মৌলিক প্রবন্ধ আহ্বান করা হচ্ছে। প্রবন্ধটিবাংলা/ইংরেজি যেকোনো ভাষাতেই প্রেরণ করা যাবে। দুই এর অধিক গবেষক যৌথভাবে প্রবন্ধ প্রেরণ করতে পারবেন।সেক্ষেত্রে দুইজনকেই পৃথক ভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

- **সংক্ষিপ্তসার (Abstract) প্রেরণ:** বাংলা/ইংরেজি যেকোনো ভাষাতেই গবেষণাপত্রের সংক্ষিপ্তসার অনধিক ৩০০ শব্দে লিখতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে সর্বাধিক ৬টি সূচক শব্দ (Key-Words)।
- **মূল প্রবন্ধ প্রেরণ:** বাংলা/ইংরেজি যেকোনো ভাষাতেই পূর্ণ প্রবন্ধটি অনধিক ৩৫০০ শব্দের মধ্যে লিখতে হবে। প্রথমে শিরোনাম, তারপর রচয়িতার নাম, পদ মর্যাদা, প্রতিষ্ঠানের নাম, ই-মেইল আইডি, মোবাইল নম্বর, সারসংক্ষেপ, সূচকশব্দ, মূল প্রবন্ধ-এই ক্রমে সমগ্র প্রবন্ধটি বিন্যস্ত হবে।
    - **বাংলা ভাষায়:** বাংলা ভাষায় প্রতিটি প্রবন্ধ Microsoft Office Word 2003-2007-এ অভ্র কি বোর্ডের (Avro Keyboard) সাহায্যে কালপুরুষ ফন্টে টাইপ করে ডকুমেন্ট ফাইল (.docx/.doc) হিসেবে নিজস্ব ই-মেইল আইডি (E-Mail ID) থেকে পাঠাতে হবে। মূল লেখার ক্ষেত্রে ১২ ফন্ট সাইজ ও ১.৫ লাইন স্পেসিং অনুসরণ করতে হবে।
    - **ইংরেজি ভাষায়:** ইংরেজি ভাষায় প্রতিটি প্রবন্ধ Microsoft Office Word 2003-2007-এ Times New Roman, 12 Font Size এবং 1.5 Line spacing এর ফরম্যাট অনুসরণ করে প্রেরণ করতে হবে।
- **সূত্র নির্দেশের নিয়মাবলী:** সূত্রনির্দেশটি রচনার সময় MLA Handbook 7th Edition এর নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে। সূত্রনির্দেশটি অন্তঃটীকা আকারে প্রবন্ধের শেষে যুক্ত হবে। মূল প্রবন্ধে সূত্র-সংখ্যাগুলি ম্যানুয়ালি সুপারস্ক্রিপ্ট (Superscript) করে ধারাবাহিক ভাবে যুক্ত করতে হবে। কোনমতেই অটোম্যাটিক এন্ডনোট ইনসার্ট করা যাবেনা।

- **প্রকাশনা:** উপস্থাপিত নির্বাচিত ও আমন্ত্রিত গবেষণাপত্রগুলি পূর্ণাঙ্গরূপেISBN সঙ্কলন গ্রন্থ (Peer-Reviewed) হিসেবে প্রকাশিত হবে।
- **নির্ধারিত অনুদান:** অধ্যাপক/শিক্ষক: ১০০০/- টাকা, গবেষক: ৮০০/- ও সাধারণ স্নাতকোত্তর ছাত্র ৩০০/-টাকা।
- **রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্য:**

MODE OF PAYMENT:

I. Through DIRECT DEPOSIT in any branch of STATE BANK OF INDIA with the following details:

Name of Account: T H L H MAHAVIDYALAY: GENERAL

A/C No.: 30546110124

II. Through NEFT/RTGS Transfer:

Name of the Bank & Branch: STATE BANK OF INDIA, MOLLARPUR

Branch Code: 002087

Name of Account: T H L H MAHAVIDYALAY: GENERAL

A/C No: 30546110124

IFS CODE: SBIN0002087

MICR: 731002503

সেমিনার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন সেমিনার আহ্বায়ক অধ্যাপক অমিতেশ রায়ের সাথে roy.amitesh007@gmail.com –এই ই-মেইল আইডিতে।

- **সেমিনার কোর কমিটি:**

- **পৃষ্ঠপোষক:** শ্রী দুধ কুমার মণ্ডল, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রদ্ধেয় বিধায়ক (ময়ূরেশ্বর বিধানসভা) ও সভাপতি, পরিচালন সমিতি, টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়, মল্লারপুর, বীরভূম
- **সভাপতি:** ড. হিমাংশু শেখর মাজি, মাননীয় অধ্যক্ষ
- **আহ্বায়ক:** শ্রী অমিতেশ রায়, সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ
- **যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক:** ড. সুমন মুখোপাধ্যায়, সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ এবংশ্রী দেবকৃষ্ণ সাহা, স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ
- **সদস্য:** শ্রীমতী মনোনিতা দত্ত মজুমদার, স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ এবং শ্রী আসরাফুল হোসেন, স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ

- **সেমিনার উপদেষ্টা কমিটি:**

  ১) ড. জগন্নাথ মণ্ডল, সমন্বয়ক, অভ্যন্তরীণ গুণমান নিশ্চয়তা কেন্দ্র

  ২) ড. ব্রততী চক্রবর্তী, আহ্বায়ক, সেমিনার আয়োজক উপ-সমিতি

  ৩) ড. গুরুচরণ মুরমু, সম্পাদক, শিক্ষক সংসদ

- **সেমিনার সঞ্চালক:** শ্রীমতী সংহিতা সামন্ত, অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

আমন্ত্রণপত্র

মহাশয়/মহাশয়া,

টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের পক্ষ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি 'বন্দে মাতরম্'–এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা ৭ অক্টোবর–৮ অক্টোবর ২০২৬ *বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর দর্শন* ইতিহাস, সাহিত্য ও জাতীয়তাবাদের পুনর্পাঠে বন্দে মাতরম্ ও আধুনিক ভারতেরনির্মাণ শীর্ষক একটি জাতীয় স্তরের আলোচনা সভার আয়োজন করতে চলেছি। উক্ত আলোচনা সভায় আপনাদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি একান্ত ভাবে কামনা করি। পাশাপাশি, অধ্যাপক ও গবেষকদের কাছ থেকে উক্ত আলোচনা সভায় গবেষণামূলক নিবন্ধ আহ্বান করা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

ড. হিমাংশু শেখর মাজি
অধ্যক্ষ

অধ্যাপক অমিতেশ রায়
বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ

যোগাযোগ

অমিতেশ রায়

আহ্বায়ক, জাতীয় স্তরের আলোচনাচক্র

মুঠোফোন

+৯১-৯৮৫১২২৫৯২৩ (Whats App)

আমন্ত্রিত বক্তা

অধ্যাপক ড. কার্ত্তিক চন্দ্র সূত্রধর, ইতিহাস বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. প্রশান্ত চক্রবর্তী, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, আসাম

অধ্যাপক ড. ডালিয়া ভট্টাচার্য, ইতিহাস বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং

অধ্যাপক ড. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া

অধ্যাপক ড. অপরাজিতা ধর, ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. অঞ্জন শইকীয়া, অধ্যক্ষ, চিনামরা মহাবিদ্যালয়, যোরহাট, আসাম

অধ্যাপক ড. বিদ্যুৎ পাতর, ইতিহাস বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

অধ্যাপক ক্যাপটেন ড. হেমন্ত সাহা, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ

অধ্যাপক ড. রুবেল পাল, সংস্কৃত বিভাগ, শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যা মহাপীঠ, কামারপুকুর, হুগলী

টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয় ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাবিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে বীরভূমের বিশিষ্ট সাঁওতাল আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী **টুরকু হাঁসদা (১৯০৭–১৯৭৩)** ও **লপসা হেমরম (১৯১৬–১৯৮৬)**-এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। উভয়েই তেভাগা ও অন্যান্য ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং টুরকু হাঁসদা ১৯৫৭ সালে সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। মহাবিদ্যালয়টি রানিগঞ্জ–সিউড়ি–মোরগ্রাম জাতীয় সড়কপথের (NH-১৪) সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। জেলা সদর সিউড়ি ও মহকুমা শহর রামপুরহাটের সঙ্গে এর সুসংযোগ রয়েছে। মল্লারপুর রেলওয়ে স্টেশন ও বাহিনা মোড় বাসস্ট্যান্ড থেকে মহাবিদ্যালয়ের দূরত্ব প্রায় ৩ কিলোমিটার। রেল ও সড়কপথে সহজ যোগাযোগের সুবিধা এবং গ্রামীণ ও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের উচ্চশিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে মহাবিদ্যালয়টি এই অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।